শাস্ত্রে শুনিয়াছি আমি চামুণ্ডার কথা
শিবের প্রেয়সী তুমি কেন আছ হেথা।
তোমারে দেখিয়া আমি বড় পাইলাম ডর
কিকারনে আছ মাতা লঙ্কার ভিতর।
চামুণ্ডা বলিল আমি ভোলানাথের সতী
মহাদেবের আজ্ঞায় মোর লঙ্কায় বসতি।
বিধাতা নির্ম্মায় যখন কনকলঙ্কা পুরী
সেই কাল হইতে আমি লঙ্কা রক্ষা করি।
জিজ্ঞাসা করিলাম আমি মহাদেবের স্থানে
কত দিন থাকিব লঙ্কায় তোমার বচনে।
মহাদেব বলেন তুমি থাক অনেক কাল
যত দিন নাহি হয় রাম অবতার।
আপনি জন্মিবেন বিষ্ণু দশরথের ঘরে
রামের সীতা আনিবে রাবন লঙ্কার ভিতরে।
সীতা অন্যাসনে রাম পাঠাইবেন চর
শুনিয়াছি তাহার নাম হনুমান বানর।
রামের দূত দেখিবা যখন বীর হনুমান
সেইক্ষনে লঙ্কা ছাড়ি আসিবে আমার স্থান।

সেই হইতে রাখি আমি কনকলঙ্কা পুরী
রামের দুত না দেখিলে যাইতে না পারি।
কাহার সেবক তুমি কোথা তোমার ঘর
কিমতে তরিলে তুমি অলঙ্ঘ্য সাগর।
হনুমান বলে আমি শ্রীরামের কিঙ্কর
সুগ্রীবের পাত্র আমি পবনকোঙর।
সীতা অন্বেষণে আইলাম লঙ্কার ভিতর
শ্রীরামের দুত আমি তরিলাম সাগর।
হনুমানের কথা শুনি চামুণ্ডার হাস
হনুমানে লঙ্কায় দেখি গেলেন কৈলাশ।
হেনকালে হনুমান যায় বনেবন
গুবাক নারিকেল দেখে অতি সুশোভন।
কোকিলের কলরব ভ্রমরঝঙ্কার
নানা পক্ষী কলরব শুনিতে সুন্দর।
দীর্ঘী সরোবর দেখে নির্মল তার জল
নানা পক্ষী কেলি করে পদ্ম উৎপল।
চারি ভিতে লঙ্কাপুরী বেড়িল সাগর
দেবগণের গতি নাই লঙ্কার ভিতর।

ভিতরে সোনার প্রাচীর বাহিরে লোহার
গগনমণ্ডলে চূড়া লাগিল তাহার।
রাবনের প্রতাপে দুর্জ্জয় লঙ্কা পুরী
বানরকটকে তাহা কি করিতে পারি।
এত দুর আসিতে পারে কাহার শকতি
এখানে আসিতে পারে চারি ব্যকতি।
সুগ্রীব রাজা আসিতে পারে বীর অবতার
অঙ্গদ যুবরাজ আসিতে পারে আর।
আর আসিতে পারে নীল সেনাপতী
মুই আসিতে পারি অন্যের নাই শকতি।
যেই কার্য্যে আসিয়াছি আগে দেখি সীতা
শেষেতে করিব তবে এই সব চিন্তা।
কেমনেতে ভাণ্ডাইব দুর্জ্জয় রাক্ষসগণ
কেমনে না চিনে মোরে রাজা দশানন।
কেমনে বেড়াব কনকলঙ্কা পুরী
কেমনে চিনিব আমি সীতাও সুন্দরী।
রামের প্রেয়সী সীতা কভু নাহি দেখি
কেমনে চিনিব আমি সীতা চন্দ্রমুখী।

হাস পরিহাস যথা বচন চাতুরী
ইহার মধ্যে না থাকিবেন সীতাত সুন্দরী।
সর্ব্বক্ষন চক্ষে লোহ আছে মলীন বেশে
সেইসে রামের সীতা যুক্তি হেন আইসে।
সীতারে দেখিতে যদি হয় জানাজানি
যে হওক সে হওক করিব হানাহানি।
সূর্য্য অস্ত গেল যখন বেলা অবসান
ভিতর গড়ে প্রবেশ করিল হনুমান।
চন্দ্র উদয় করিয়া ওঠে গগনমণ্ডলে
ভালমতে হনুমান লঙ্কা দেখালে।
চালের ওপর শোভা করে সুবর্নের বারা
চারি ভিতে শোভা করে মুকুতার ঝারা।
ধ্বজা পতাকা সব প্রতি ঘরে ওড়ে
রাজার ঘর পাত্রের ঘর কিছু নাই নড়ে।
আপন ইচ্ছায় হনুমান নানা মায়া ধরে
দেওন প্রধান হইয়া বুলে ঘরে২।
অতি সুশোভন বিভীষনের আওয়াস
আর আওয়াস চাহিল মহোদর মহাপার্শ।

উল্কজিহ্বা বীদ্যুৎজিহ্বা আর বীদ্যুৎমালী
শুক সারনের ঘর দেখি মহাবলী।
কুমার সকলের ঘর দেখিল সারারাতী
ক্রমে২ দেখে যত লঙ্কার বসতি।
মিত্রের ঘরে সীতার না পাইল উদ্দেশ
রাজ অন্তপুরে বীর করিল প্রবেশ।
রাজার দ্বারেতে দেখে দ্বারি প্রহরি
দুর্জ্জয় রাক্ষস সব নানা অস্ত্রধারী।
পুষ্পক রথখান দেখে বিচিত্র নির্ম্মান
তার উপর লাফ দিয়া উঠিল হনুমান।
সেই রথে সারথি আছে দেবতা পবন
পিতা পুত্রে দেখা তথা হইল দুই জন।
পুত্র সম্ভাষিয়া গেল আপন স্থান
রাবনের ঘরে প্রবেশ করিল হনুমান।
রাবন রাজা শুয়ে আছে রত্নময় খাটে
রাজার ঘর আলো করে দশটা মুকুটে।
রাজার গায়ে অভরন দেখিল প্রচুর
দীপ্ত করি মেঘ যেন পড়িছে চিকুর।

নিদ্রা যায় রাবন রাজা শৃঙ্গার অবসাদে
কস্তুরী কুমকুম রাজা শোভে মৃগমদে।
চারি ভিতে দেবকন্যা মধ্যেতে রাবন
আকাশের চন্দ্র যেন শোভে তারাগন।
যত কন্যার এক ঠাঁই লাগিল সভার গলা
এক সূত্রে গাঁথা যেন পারিজাতের মালা।
খোল করতাল কার বীনা বাঁশি কোলে
নিদ্রায় অচেতন কেহ লোটায় ভূমিতলে।
দেব দানব গন্ধর্ব্ব রাক্ষস মানুষী
রাবনের ঘরে আছে পরম রূপসী।
নীলবর্ণ রাবন রাজা পীত বস্ত্র পরি
পৃথিবী ঘুরিয়া যেন সূর্য্য মন্দাগিরি।
রাবনের কোলে দেখে পরম সুন্দরী
ময়দানবের কন্যা দেখে রানী মন্দোদরী।
সোহাগে আগুলী সে রত্নে বিভূষিতা
তারে দেখি বলে বীর এই দেবী সীতা।
রামগুনে পুরুষ নাহিক ত্রিভুবনে
সীতা দেবী রাবন ভজিবে নাহি লয় মনে।

দশরথের বধূ সীতা জনককুমারী
হেন সীতা রাবন ভজিবে মনে নাহি করি।
একেএকে সকল স্ত্রী করিল নিরীক্ষন
সীতার লক্ষন তথা না দেখে একজন।
কুড়ি চক্ষু মুদিয়া নিদ্রা যায় লঙ্কেশ্বর
ঘরের ভিতর প্রবেশিয়া বানরের ডর।
রাজার অন্তপুরে সীতার না পাইয়া উদ্দেশ
আর ঘরে গিয়া বানর করিল প্রবেশ।
যে ঘরে রাবন রাজা করে মধুপান
সেই ঘরে প্রবেশ করিল হনুমান।
ভক্ষ্যঘরে গিয়া বানর দেখে নানা ভক্ষ্য
মনুষ্য পশুর মাংস দেখে লক্ষলক্ষ।
আওয়াসে২ সীতার না পাইল দরশন
প্রাচীরে বসিয়া কান্দে বীর হনুমান।
কোনখান চাহিলাম না করিতে বিচার
ঘরেঘরে দেখিলাম কুৎসিত আকার।

জিতেন্দ্রিয় বানর আমি পাপে নাই মন
তুলসী ওন্মত্ত মত করে নিরীক্ষণ।
সীতা চাহি অর্দ্ধ রাত্রি করিল জাগরণ
অনেক ভ্রমনে বীর না পায় অন্যাসন।
বল বুদ্ধি বিক্রম মোর প্রভুর ভকতি
সকল নষ্ট করিল পক্ষিরাজ সম্পাতি।
তার বাক্যে ভর করি লঙ্ঘিলাম সাগর
সীতা চাহি বেড়াইলাম লঙ্কার ভিতর।
লঙ্কায় হইতে নাহি করিব গমন
এই লঙ্কা পুরে আমি ত্যজিব জীবন।
কান্দিতে কান্দিতে বীর ছাড়িল নিশ্বাস
সুন্দরকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাস।

কান্দিতে২ বীর দেখে আচম্বিতে
নানা বর্ণে অশোকবন পুষ্পের সহিতে।
প্রাচীরে বসিয়া বীর অশোকবন নেহালে
নানা বর্ণে অশোকবনের জ্যোতি নিকলে।

লঙ্কা দেখিনু অশোকবন নাহি চাহি
অশোকবনে আছে কিবা সীতাত বৈদেহী।
চক্ষুর লোহ পুঁছিয়া বীর হইল সুস্থির
অশোকবনে প্রবেশিল হনুমান বীর।
সিংশপার গাছ বীর দেখে উচ্চতর
তাহার উপর লাফ দিয়া উঠিল বানর।
গাছেতে উঠিয়া বীর বন নেহালে
নানা বর্ণে গাছ দেখে শোভে ফল ফুলে।
রাঙ্গা বর্ণে কত গাছ দেখিতে সুন্দর
মেঘ বর্ণে কত গাছ দেখিতে মনোহর।
ঠাঁই ঠাঁই দেখে তথা সোনার নাটশালা
দেবকন্যা লইয়া রাবন তথা করে খেলা।
নানা বর্ণে বৃক্ষ দেখে নানা বর্ণে লতা
মনে চিন্তে হনুমান হেথা আছেন সীতা।
চেড়ী সব দেখে তথা ভয়ঙ্কর অঙ্গ
পর্ব্বত প্রমাণ তাদের হাতে লোহার ডাঙ্গ।
কেহ কালী কেহ গৌরী কোন চেড়ী বিলী
তাল খাজুরগাছে জিনিয়া কাহার চুলী।

আওদড়চুল কার মাতা মুড়িয়া নাক
কঁকালাস মুর্ত্তি কার সকল মাতা টাক।
হাতে মুখে লাগিয়াছে রক্তের মড়মড়ি
ভয়ঙ্কর মুর্ত্তি সব রাবনের চেড়ী।
নানা অস্ত্র ধরিয়াছে খাণ্ডা ঝিকিমিকি
চেড়ী সব ঘিরিয়াছে সুন্দর জানকী।
গায়ে মলা পড়িয়াছে ওপবাসে দুর্ব্বলা
দ্বিতীয়ার চন্দ্র যেন দেখি হীন কলা।
চন্দ্রের জ্যোতি দেখে যেন সুর্য্যের প্রকাশ
রামরাম বলিয়া সীতা ছাড়েন নিশ্বাস।
রামরাম বলিয়া সীতা করিছেন ক্রন্দন
সীতা দেবী চিনিলেন পবননন্দন।
সীতার রূপ দেখি কান্দে বীর হনুমান
অনুমানে বলিল মত্ত হইল বিদ্যমান।
ইহা লাগিয়া মরন এড়ায় বানর কোটি
ইহা লাগিয়া শূর্পনখার নাক কান কাটী।
ইহা লাগিয়া চৌদ্দ সহস্র রাক্ষস মরে
ইহা লাগিয়া জটায়ু পক্ষী মারে লঙ্কেশ্বরে।

ইহা লাগিয়া কবন্দ পড়ে ঘোর দরশন
ইহা লাগি রায় সুগ্রীবে হইল মিলন।
ইহা লাগি বানর গেল দেশ দেশান্তর
ইহা লাগিয়া এক্কেশ্বর লঙ্ঘিলায় সাগর।
ইহা লাগি লঙ্কায় বেড়াইলায় রাত্তারাত্তি
এইমে রায়ের প্রিয়া সীতা রূপবতী।
সীতার দুস্থ দেখিয়া কান্দে বীর হনুমান
অনুমান করিলায় যত দেখিনু বিদ্যমান।
দশ দিগ আলো করে সীতা দেবির রূপে
ইহা লাগি কান্দেন রায় সীতা দেবির তাপে।
রাক্ষসীগণেরে মারি কিবা আপনি মরি
সীতা দেবির দুস্থ আর দেখিতে না পারি।
রায় সীতা বাখানে বীর গাছের ডালে চড়ি
কীর্ত্তিবাস এ সকল রচিল নাচাড়ি।

দুই প্রহর রাত্রে ওঠে রাজাত রাবন
চন্দ্রওদয় হইয়াছে ওপর গগন।

সুশীতল বায়ু বহে অতি মনোহর
ধবল রজনী দেখি বিচিত্র সুন্দর।
মধুপানে রাবন রাজা হইল কামাতুর
রাবন বলে চল যাই সীতার অন্তঃপুর।
রাবনের সঙ্গে চলে দশ হাজার নারী
রূপে আলো করে রাজার কনকলঙ্কা পুরী।
চামর চুলায় কেহ হাতে জলের ঝারি
সুগন্ধি নারায়ন তৈল দেওটি সারিসারি।
দশ হাজার স্ত্রী লইয়া আইল রাবন
অশোকবন হইল যেন স্বর্গ ভুবন।
হনুমান বলে রাবন করিল আগুসার
আজি বুঝিব রাবন সীতায় কেমন ব্যবহার।
কুড়ি চক্ষে রাবন রাজা চারি দিগে চাহে
সীতার কাছে আছি আমি কভু ভাল নাহে।
গাছের আড়ে গেল যার পাতাড় প্রচুর
আপনা লুকাইয়া দেখে বানর চতুর।
নারীগন সঙ্গে গেল সীতার সমুখে
গাছের আড়েতে থাকি হনুমান দেখে।

কি বলে রাবন রাজা কি বলে জানকী
শুনিতে আগু সরে বীর পরম কৌতুকী।
দুই পা থুইল গাছের ডালের ওপর
শরীর বাড়াইয়া গেল সীতার গোচর।
রাবনে দেখিয়া সীতা কাঁপিল অন্তরে
মলিন বস্ত্রে ঢাকেন সীতা সকল শরীরে।
দুই হাতে দুই স্তন ঢাকিল জানকী
লাজে কপ ঢাকিতে চাহে কপ না হয় লুকী।
রাবন বলে সীতা দেবী কারে তোমার ডর
দেব দানব আসিতে নারে লঙ্কার ভিতর।
বলে হরি আনিয়াছি ত্রাস পাইয়াছ মনে
রাক্ষসের জাতি ধর্ম্ম বলে চলে আনে।
ত্রিভুবন জিনিয়া তোমার হাস্য বদন
পদ্মেতে ভ্রমর যেন করে মধুপান।
দুই কর্ণে শোভে তোমার রত্নের কুণ্ডল
দেখিতে নবনীত প্রায় শরীর কোমল।
মুষ্টেতে ধরিতে পারি তোমার কাঁকালি
হিঙ্গুলে মণ্ডিত তোমার চরনের অঙ্গুলি।

রামের সেবা করিয়া তোমার জন্ম গেল দুঃখে
মোর স্ত্রী হইয়া তুমি থাক নানা সুখে।
অল্প দিন আছে রামের অল্প জীবন
শোকে শোকে বেড়ায় রাম করে পথ শ্রম।
এখন রাম আছে তোমার মনে হেন বাসে
বনের ভিতর তারে খাইল রাক্ষসে।
মোর বানে সুযেক মন্দার নাহি দিরে টান
মানুষ বেটা রাম তারে কত বড় জ্ঞান।
দেব দানব আদি করি যতেক গন্ধর্ব্ব
সংগ্রামে করিলাম চুর সভাকার গর্ব্ব।
কিছু বুদ্ধি নাহি তোমার অবোধিনী সীতা
সর্ব্ব লোকে তোমারেত কে বলে পণ্ডিতা।
শৃঙ্গার শাস্ত্র জানি আমি বিবিধ বিধানে
তুমি আমি কেলি সীতা করিব দুই জনে।
নানা রত্ন পুর্নিত আছে আমার ভাণ্ডার
আজ্ঞা কর সীতা দেবী সে সকল তোমার।
আমি তোমার সেবক হই তুমিত ঈশ্বরী
তোমার আজ্ঞা পাইলে লইয়া যাই অন্তপুরী

সীতার পায় পড়িয়া রাবন করিছে ব্যগ্রতা
কোপ ত্যজি মোর কথা শুন দেবী সীতা।
কার পায় নাহি পড়ে রাজা দশাননে
দশ মাতা লোটাইলাম তোমার চরনে।
রাবনের বচনে সীতা কুপিল অন্তরে
কোপেতে রাবনে সীতা বলেন ধিরেধিরে।
অধার্ম্মিক নহি আমি রামের সুন্দরী
জনকরাজার কন্যা দশরথের বধুয়ারী।
রাবনে পাছু করিয়া বৈসে অতি ক্রোধি মনে
আপন ইচ্ছায় গালি পাড়ে রাবন রাজা শুনে।
তোর কাছে পণ্ডিত আছে তোরে বুঝায় হিত
পণ্ডিতে কি করিবে তোর পাপ চরিত।
শৃগাল হইয়া তোর সিংহেরে ঘায় সাদ
সবংশে মরিবে তুমি রামের সনে বাদ।
তোর প্রানে সহিতে নারিবে রামের বান
শৃগাল হইয়া পলাইবে রামের পাইয়া ঘ্রান।
অমৃত খাইয়া যদি হইস অমর
তবু রামের ঠাঁই তুমি না পাইবে নিস্তার।

লঙ্কার প্রাচীর ঘর তোর অহঙ্কার
রামের বানে পুড়িয়া হইবে ভস্ম অঙ্গার ।
সাগরের গর্ব্ব করিস সাগর তোর গড়
রামের বানের তেজে রাবন সাগর দিব তড় ।
এত দুর রাবন তোরে আমি বলি হিত
আমা দিয়া রামের সনে করহ পীরিত ।
যদি বা রামের সনে না কর পীরিত
রঘুনাথের হাতে তোর নাহি অব্যাহতি ।
আমার সেবক তুমি কহিলে আপনি
সেবক হইয়া কোথা লঙ্ঘে ঠাকুরানী ।
যার পায় পড়ি রাবন সেই গুরু জন
পায় পড়ি বলিস কেন কুৎসিত বচন ।
সত্য পালিতে প্রভু করিল বনবাস
ক্রোধে শাপ দিলে এখন সত্য হয় নাশ ।
কিসের তরে রাবন মোরে বলিস মধুর বান
তোর শক্তি ভুলাতে নারিবে রামের ঘরনী ।
রাম প্রাননাথ মোর রাম দেবতা
রাম বিনা অন্য পুরুষ নাহি জানে সীতা ।

এত যদি সীতা দেবী বলিলেন রোষে
মনে সাত পাঁচ এখন রাবন বিমরিষে।
আসিবার কালে আমি বলেছি বচন
এক বৎসর সীতার করিব পালন।
বৎসরের তরে তোরে দিয়াছি আশ্বাস
বৎসরের ভিতর তোর যায় দশ মাস।
আর দুই মাস তোরে সহিবে দশকন্ধ
দুই মাস গেলে তোর যে থাকে নিবর্বন্ধ।
সীতা বলে রাবন রাজা না বল কুৎসিত
আমা লাগি মরিবে তুমি দৈবের লিখিত।
বিষ্ণু অবতার রাম তুমি নিশাচর
গরুড় বায়স দেখ অনেক অন্তর।
অনেক দূর অন্তর রাবন কাঁজি অমৃত পানে
অনেক দূর অন্তর দেখ লোহা আর কাঞ্চনে।
অনেক দূর অন্তর হয় ব্রাহ্মন চণ্ডাল
অনেক দূর অন্তর হয় সাগর আর খাল।
রাম হইতে অন্তর তোরে দেখি অনেক দূর
রাম সিংহ দেখি যেন তোমার কুক্কুর।

এত যদি বলিলেন কর্কশ বচন
সীতা কাটিতে খাণ্ডা হাতে করিল রাবন।
হাতে করি লইল বীর খাণ্ডা এক ধারা
কুড়ি চক্ষু ফিরায় যেন আকাশের তারা।
এই খাণ্ডায় কাটিয়া করিব দুইখানি
আর যেন নাহি বল দুরক্ষর বানী।
দশ সহস্র স্ত্রী আছে রাবনের আড়ে
আড়ে থাকি স্ত্রী সব সীতারে চক্ষু ঠারে।
তবু ভয় নাহি করে রামের সুন্দরী
রাবনেরে ভৎসে তখন রানী মন্দোদরী।
দেবতা গন্ধর্ব নহে জাতি যে মানুষী
কত বড় দেখ প্রভু সীতাত রুপসী।
সীতারে দেখিয়া রাবন কামে অচেতন
খাণ্ডা ফেলি বলে ধরিতে চলিল রাবন।
কামে অচেতন রাবন ধরিতে চায় বলে
মন্দোদরী হাতে ধরি বলে হেনকালে।
নল কুবেরের শাপ পাসরিলে মনে
বাল শৃঙ্গার করিলে তুমি মরিবে পরানে।

নেওটিল রাবন রাজা রানীর প্রবোধে
চেড়ী সব মারিতে যায় পাইয়া বড় ক্রোধে।
চেড়ী সভাকে ডাকে রাবন যার যেই নাম
ধাইয়া যাইয়া চেড়ী সব করিল প্রনাম।
নিদয়া নিঠুরা আইল প্রভাষা দুর্ম্মুখা
সীতার বার্ত্তা পাইয়া আইল রাঁড়ি শূর্পনখা।
অস্ত্রমুখী বজ্রধারী আইল চিত্যক্ষয়া
ধার্ম্মিক ত্রিজটা আইল রাক্ষসী সরমা।
কাম কথা কহে রাবন চেড়ী সভার কানে
ভাল মতে বুঝাও সীতায় রাত্র আর দিনে।
কর্কশবাক্য না বলিহ বলিহ পিরীতি
ভাল মতে বুঝাইয়া লইবে অনুমতি।
ঘরে গেল রাবন রাজা ঠেকাইয়া চেড়ী
সীতারে মারিতে সভে করে হুড়াহুড়ি।
চেড়ী সব বলে সীতা শুন হিতবানী
রাবনহেন স্বামী তুমি না পাইবে গুনী।

অল্প দিন দিরে রাম অল্প জীবন
চৌদ্দ যুগ রাজ্য করিবে রাজা রাবন।
সীতা বলে অল্প দিন অল্পই জীবন
সেইসে আমার স্বামি কমললোচন।
সীতার কথা শুনিয়া কুপিল সব চেড়ী
কার হাতে খাণ্ডা মুষল কার হাতে বাড়ি।
তোর লাগিয়া রাজার কাছে এত দুঃখ পাই
সকল চেড়ী মেলিয়া আজি তোরে খাই।
সব চেড়ী ধাইয়া যায় সীতা মারিবারে
দুই হাত পাতিয়া সীতা পাজু হইয়া পড়ে।
পাজু হৈয়া পড়ে সীতা অশোক গাছের গুড়ি
তবুত সকল চেড়ী মারিতে যায় বাড়ি।
দেখি শুনি হনুমান থাকে গাছের আড়ে
চেড়ীগনে মারিব বলি মনে তোলপাড়ে।
মনে ভাবি চেড়ী মারি করিব পাতক
চেড়ীর কোপে মারি আজি রাক্ষসকটক।
চেড়ী সভার বুঝি আগে বাক্য অবসান
পিছে নহে চেড়ী সভার বধিব পরান।

নিদয়া নিঠুরা বলে প্রভাষা রাক্ষসী
কাট বেনে সীতার আর কিসের তরে তুষি।
না শুনিল সীতা আমা সভার বচন
সীতারে কাটিয়া মাংস করিব ভক্ষন।
ভালং করিয়া উঠিল অশ্বমুখী
প্রভাষার কথা শুনি হইলাম বড় সুখী।
শূর্পনখা রাঁড়ি তবে বলে নিষ্ঠুর বানী
গলায় নখ দিয়া বেটির বধিব পরানি।
তোর দেওর বেটা মোর কাটিল নাক কান
এই কোপে আজি তোর লইব পরান।
আর চেড়ী আসিয়া বলে নাম বজ্রধারি
চুলে ধরি সীতারে দিল চাকভাঁওরি।
মারিতে কাটিতে চাহে কার নাহি ব্যথা
স্বামীর ধ্যানে কতসময় কান্দেন দেবী সীতা।
কাপড় না সম্বরে সীতা কেশ নাহি বান্ধে
শোকেতে ব্যাকুল ভূমি লোটায়া কান্দে।
হনুমান মহাবীর আছে গাছের ডালে
সেই গাছ ধরিয়া সীতা কান্দেন তার তলে।

কোথা গেলে প্রভুরাম কৌশল্যা শাশুড়ী
অপমান করে মোরে রাবনের চেড়ী।
আজি যদি প্রভুরাম লঙ্কার ভিতর আইসে
রাক্ষস মারিতে পারেন চক্ষুর নিমিষে।
এত দুঃখ পাই আমি প্রভু যদি শুনে
লঙ্কা পুরী খানং করিতে পারেন বানে।
হেনকালে অন্তরীক্ষে থাকে এক চর
মোর দুঃখ কহে গিয়া প্রভুর গোচর।
আমার চক্ষুর জল নাহিক বিশ্রাম
লঙ্কা পুরীর অপমান করুন শ্রীরাম।
গৃধিনী শুকিনী আহার করুক আকাশে
শৃগাল কুক্কুর তুষ্ট হউক রাক্ষসের মাসে।
সীতা দেবীর শাপ হইল লঙ্কার বিনাশ
সুন্দরকাণ্ড রচিল পণ্ডীত কীর্ত্তিবাস।

ত্রিজটা রাক্ষসী বুড়ী রাত্রি জাগিতে নারে।
কুস্বপ্ন দেখিয়া বুড়ী উঠিল সত্বরে।

শাখায় বসিয়া বুড়ী ত্রাস পাইল মনে
সীতারে বেড়িয়া মারে সব চেড়ীগনে।
ত্রিজটা বলেন সীতা দশরথের বধূ
যে সীতারে মারে সে আপনারে খাও।
সীতার দুঃখে নাহি দুঃখ হইল অবসান
সীতা রাখি স্বপ্ন শুনিতে আইস মোর স্থান।
সীতা এড়ি চেড়ী গেল ত্রিজটার পাশ
ত্রিজটা স্বপ্ন কহে শুনিতে তরাস।
রক্তবস্ত্র পরিয়া আইল কালিয়াহেন বুড়ী
রথে হইতে রাবনে পাড়ে গলায় দিয়া দড়ি।
কুম্ভকর্নের গলায় দড়ি মুখে কালি চুন
লঙ্কা পুড়িয়া অঙ্গার হইল দেখিনু স্বপন।
রাম লক্ষ্মন দেখিলাম ধনুক বান হাতে
সীতা উদ্ধারিয়া যায় চড়িয়া পুষ্পক রথে।
স্বপ্ন দেখিনু সভার নাহিক নিস্তার
লঙ্কায় পড়িল এখন ঘোর মহামার।

শুনিয়া গাছের ডালে হনুমান হাসে
মন্ত্র প্রত্যক্ষ করিব আজিকার দিবসে।
হনুমান বলে সব চেড়ী ঘরে গেল
সীতা সম্ভাসিতে মোরে এই বেলা হইল।
গাছের ডালে হনুমান সীতা ভূমিতলে
কি বলিয়া সম্ভাসিব মনে যুক্তি বলে।
রামের দূত বলিলে নহিব প্রয়োজন
আমার কারনে সীতা হইব বন্ধন।
তবেত সকল কার্য্য হইবে নৈরাস
অসম্ভাসে গেলে হবে রামের বিনাশ।
সাত পাঁচ হনুমান ভাবেন আপনি
আপনাআপনি কহে শ্রীরাম কাহিনী।
রামরাম বলিয়া সীতা করিছেন ক্রন্দন
রামের কথা কহে বীর পবননন্দন।
যজ্ঞশীল দানশীল দশরথ রাজা
দেব লোক নর লোক সভে করে পূজা।
জ্যেষ্ঠপুত্র রাম বধূ সীতাত সুন্দরী
রামের অগোচরে রাবন সীতা কৈল চুরি।

সীতা চাহি বেড়াইতে সুগ্রীবের সনে ভটে
সুগ্রীবে রাজ্য দিলেন মারি বালি জ্যেষ্ঠ।
হেন রঘুনাথ তোমার জানেন কুশল
মাতা তুলি দেখ মাতা সেবক বৎসল।
মাতা তুলি সীতা দেবী সে গাছ নেহালে
এক বিঘত বানর দেখেন সেই গাছের ডালে।
সীতা হনুমান হইল দুই জনে দরশন
যোড়হাতে মাতা লোটায় পবননন্দন।
সীতা বলেন অভাগিরে বিধাতা পাসণ্ডী
রাবনের দুত হইয়া আমায় কেন ভাণ্ডী।
ত্রিভুবনের মায়া জানে পাপিষ্ঠ রাবন
বানররূপেতে আমায় করে সম্ভাসান।
দশমাস করি আমি শোক উপবাস
আমার সঙ্গে রাবন কেন কর উপহাস।
স্বরূপেতে হও যদি রঘুনাথের চর
আমার বরেতে তুমি হইবে অমর।
অগ্নিতে না পুড়িবে তুমি অস্ত্রে নাহি ছিণ্ডী
রনে বনে রক্ষা করিবে পাবর্বতী চণ্ডী।

তোমার কণ্ঠে সরস্বতী হওক অধিষ্ঠান
সীতার বরে অমর তথা হইল হনুমান।
কি নাম বানর তোমার বৈস কোন দেশে
কোন কার্য্য করিলে বানর সংশয় প্রবেশে।
মৃগ মারিতে গেল প্রভু না জানি কুশল
আমারে চাহিয়া প্রভু হইবেন দুর্ব্বল।
রামের দুত হইলে রামের যুক্তি শুনি
তোমার মুখে শুনিলাম প্রভুর কাহিনী।
হনুমান বলে রাম গুনের সাগর
আকৃতি প্রকৃতি রামের সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর।
সালগাছ যেন রামের শরীর সোসর
আজানুলম্বিত বাহু নাভীত গভীর।
তিলফুল জিনি নাশা শ্রীখণ্ড কপাল
ফলমুল খান রাম বিক্রমে বিশাল।
দুর্ব্বাদলশ্যাম রাম গজেন্দ্র গমন
কন্দর্প জিনিয়া রূপ মোহিত মদন।
অনাথের নাথ রাম সর্ব্ব জীবে গতি
তাঁহার গুন কহিতে পারে কাহর সকতি।

রামের সেবক আমি নাম হনুমান
সর্ব্ব কথা কহিলাম কর অবধান।
রত্নমৃগী দেখিলে তুমি পরমসুন্দর
মারীচ রাক্ষস সেই রাবনের চর।
রামের বানে মারীচ হারাইয়া প্রান
তোমারে জানাইয়াছিল রামের কল্যান।
তোমার দুরক্ষরে ঘর ছাড়িল লক্ষ্মন
শূন্য ঘর পাইয়া তোমায় হরিল রাবন।
পর্ব্বত শেখরে বসি বানর পঞ্চ জন
কাপড় চিরিয়া তথা ফেলিল অভরন।
সেই অভরন দিলাম রঘুনাথের স্থানে]
বিস্তর কান্দিলেন রাম ভাই দুই জনে।
আছাড় খাইয়া রাম লোটায় ভূমিতলে
বানর রাজা সুগ্রীব তাঁরে আশ্বাসিয়া তোলে।
সুগ্রীব সত্য করিলেক তোমা করিতে উদ্ধার
বালি রাজা মারিয়া তারে দিল রাজ্যভার।
সপ্তদ্বীপের বানর আইল সুগ্রীব আশ্বাসে
চতুর্দ্দিগে গেল বানর তোমার উদ্দেশে।

এক মাসের তরে রাজা করিল নির্ণয়,
মাসেক অধিক হইলে জীবন সংশয়।
পাতালে প্রবেশ করিলাম মহা অন্ধকার
মরিবারে বানর সব যুক্তি করিল সার।
সম্পাতি নামে পক্ষীরাজ গরুড় নন্দন
তার মুখে শুনিলাম তোমার বিবরণ।
সিন্দুগিরি পর্ব্বতে সম্পাতির পাইল দেখা
রামং বলিতে তার ওঠে দুই পাখা।
তার বাক্য ভর করি লঙ্ঘিলাম সাগর
বাছির ভিতর মোর হইল গোচর।
রাবনের চর বলি না কর বিস্ময়
স্বরূপে রামের দূত কহিলাম নিশ্চয়।
আমার বচনে যদি না পাতি যায় হিয়া
শ্রীরামের অঙ্গুরী লহ হাত পাতিয়া।
গাছে থাকি অঙ্গুরী দেয় পবননন্দন
তলে থাকি সীতা দেবী করেন নিরীক্ষন।
রামের অঙ্গুরী পাইয়া প্রত্যয় হইল চিত্তে
অঙ্গুরী লইলেন সীতা পাতিয়া দুই হাতে।

বুকে বুলাইয়া সীতা শিরে করি বন্দে
শ্রীরামের অঙ্গুরী পাইয়া সীতা দেবা কান্দে।
যোগী সিন্ধু মহারাজা জনক নামেতে রাজা
আমি সীতা তাহার নন্দিনী
দশরথ সুত রাম আমি বিভা কৈলাম
ঘটক তাহার বিশ্বামিত্র মুনি।
বিবাহের বৎসর আছিলাম শশুর ঘর
চৌদ্দ বৎসর বনবাস
রাবনের বিষম চেড়ী হাতে লইয়া বেতের বাড়ি
নিতি নিতি করি উপবাস।
হরষিত যত প্রজা আনন্দিত মহারাজা
আদেশিল দিতে ছত্রদণ্ড
কুব্জী দিল কুমন্ত্রনা কেকৈয়ী করিল মান
রাজার ঠাঁই পাড়িল পাসণ্ড।
রাজশির নন্দিনী শ্রীরামের ঘরনী
মোরে বন্দি কৈল নিশাচর
সুন্দর কাণ্ডে সুন্দর গীত কীর্ত্তিবাস পণ্ডিত
বিরচিল পাঁচালি অনুসার।

বিভীষন ধাৰ্ম্মিক ছিল রাবন সহোদর
মোর লাগি রাবনেরে বুঝাইল বিস্তর ।
অরবিন্দ নামে রাক্ষস বির্ম্ম অধিষ্ঠান
আমা দিতে রাবনেরে বুঝাইল বিধান ।
বিভীষনের কন্যা সানন্দা নাম ধিরে
তার মা পাঠাইয়া দিল আমার গোচরে ।
তার ঠাঁই শুনিলাম বারতার সার
বিনা যুদ্ধে বানর মোর নাহিক উদ্ধার ।
সুগ্রীবেরে জানাইয় আমার বিবরন
রামের ঠাঁই জানাইয় আমার মরন ।
হনু বলে মোর পৃষ্ঠে কর আরোহন
তোমা লইয়া যাইব যথা শ্রীরাম লক্ষ্মন ।
কোন মৃগ হইব মাতা কোন হইব পক্ষী
কোন আরোহনে যাবে শুন চন্দ্রমুখী ।
সীতা বলেন বানর তুমি বিঘত প্রমান
মনুষ্যের ভার কেমনে সহিবে হনুমান ।
সীতার কথা শুনি বীর হনুমান হাসে
আশী যোজন হইল বীর চক্ষুর নিমিষে ।

দশ যোজন হইল বীর আড়ে পরিসর
সত্তরি যোজন হইল উভেতে দীর্ঘল।
দীর্ঘল লেজ কৈল বীর যোজন পঞ্চাশ
হনুমানের লেজ গিয়া ঠেকিল আকাশ।
তোমার পৃষ্ঠে বানর আমি কেমনে হব স্থির
সাগরে পড়িলে খাইবে হাঙ্গর কুম্ভীর।
পরপুরুষ ছুইতে না লয় মোর মন
সবেমাত্র বলে ধরিয়ে আনিয়াছে রাবন।
রাবন চুরি কৈল মোরে তোমরা করিবে চুরি
রাবন মারি উদ্ধারহ তবে পুরুস্কারী।
তোমার দুর্জ্জয় শরীরে আমার লাগে ডর
আপন সম্বর বাছা পবনকোঙর।
আশী যোজন শরীর লাগিল অন্তরীক্ষে
আপন সম্বর বাছা রাবন পাছে দেখে।
সীতার কথা শুনিয়া বীর করে অনুমান
ততক্ষনে হইল বীর বিঘতপ্রমান।

সীতা বলে হনুমান পবনকোঙর
তোমার বিক্রমেতে আমার লাগে ডর।
লক্ষ্মণেরে জানাইয় আমার কল্যান
তাসভার বিক্রম আর কিসের বাখান।
ঋষিকুলে জন্মিয়া পড়িলাম সূর্য্যকুলে
এইসে আছিল মোর লিখনকপালে।
রামহেন স্বামি মোর আছে বিদ্যমান
তার স্ত্রী রাক্ষসে করে অপমান।
সুগ্রীবেরে জানাইয় আমার কাকুতি
যত কিছু আছে তার সৈন্য সেনাপতি।
দুই মাস জীবন তার এক মাস যায়
মাসেক গেলে বানর মোর জীবন সংশয়।
দুই মাসের তরে রাবন দিয়াছে প্রানদান
মাসেক গেলে কাটিয়া করিবে খানং।
আমি মৈলে তোমাসভার বৃথাই গমন
যদি ঝাট আইস তবে রহিবে জীবন।
সীতা দেবীর শুনে বীর করুনে বচন
চক্ষুর লোহে তিতে বীর পবননন্দন।

নিদর্শন দেহ মোরে যাইব ত্বরিতে
এক মাসের ভিতরে ঠাট আনিব আচম্বিতে।
মাতা হইতে সীতা খসাইয়া দিল মনি
মন দিয়া তার ঠাঞী কহিল কাহিনী।
এক মাসের ভিতর যদি করহ উদ্ধার
তোমার কল্যানে সীতা জীয়ে একবার।
আর কি কহিব কথা প্রভুর চরনে
ইন্দ্র সুত কাক মোর আচড়িল স্তনে।
কাক মারিতে প্রভু যুড়িল ঐষিক বান
খেদাড়িয়া যায় কাকের বধিতে পরান।
ইন্দ্রের স্থানে কাক গিয়া পসিল স্মরন
ঐষিক বান তবে হইল ব্রাহ্মন।
ব্রাহ্মন হইয়া বান গেল ইন্দ্রের ঠাঁই
শ্রীরামের বান আমি জয়ন্ত কাক চাই।
রামের বান দেখিয়া ইন্দ্র উঠিল ততক্ষন
কর যোড়ে বানের আগে করিল স্তবন।
বান বলে মোর ঠাঞি নাহিক এড়ান
ত্রিভুবনে ব্যর্থ না যায় শ্রীরামের বান।

বানের গর্জ্জন শুনি ত্রাস পুরন্দর
জয়ন্ত কাক আনি দিল বানের গোঁচর।
রামের ঠাঁঞি আনিয়া দিল বিন্ধি এক আঁখি
করুন মাগির প্রানে না মারিল পাক্ষী।
এত অপরাধে তারে না মারিল প্রানে
ত্রিভুবনে পুরুষ নাহি শ্রীরামের গুনে।
রাম হেন পুরুষ যার আছে বিদ্যমান
তার স্ত্রীর রাক্ষসে এত করে অপমান।
মাতার উপর তুলিয়া বান্ধিল মাতার মনি
দেশেরে চলিল বীর করিয়া মেলানি।
মলানি করিয়া বীর যখন দেশে আইসে
মনে মাত পাঁচ বীর হনুমান ভাষে।
আচম্বিতে আইলাম যাব আচম্বিতে
হরিষ বিষাদ কিছু না থাকিব চিতে।
রঘুনাথের নফর আমি মাগির হইলাম পার
রাবনের তরে কিছু দেখাব চমৎকার।
সীতার হরিষ জন্মাইব রাবনের তরাস
কনকলঙ্কা পুরী আজি করিব বিনাশ।

মুনি যানিকে বান্ধিয়াছে অশোক গাছের গুঁড়ি
অশোকবনে হনুমান চলিল গুঁড়ি২।
সীতা বলেন এক কথা পড়িল স্মরণ
অমৃতের ফল বানর করহ ভক্ষন।
হাত পাতি লইল বীর পরম কৌতুকে
ফল পাইয়া হনুমান তুলিয়া দিল মুখে।
অমৃতসমান সেই অমৃতের ফল
ফল খাইয়া হনুমান হইল বিকল।
কোথায় তাহার গাছ কহত বিধান
ফল খাইব এখন দেখহ বিদ্যমান।
সীতা বলে তোমার সঙ্গে বৃথা দরশন
আমার বার্ত্তা না পাইল শ্রীরাম লক্ষ্মন।
একেশ্বর বানর তুমি দুরন্ত রাক্ষসগন
দেখিবা মাত্রেতে তোমার বধিবে জীবন।
হনুমান বলে মাতা নহিবে চিন্তিত
রাক্ষসকটক আমি মারিব অলক্ষিত।

মনে চিন্তা না করিহ শুনহ বচন
দেখাইয়া দেহ মাতা অমৃতের বন।
অঙ্গুলি বাড়াইয়া সীতা দেখান সেই বন
নিঃশব্দে চলিল বীর পবননন্দন।
জাল দড়া দিয়া বান্ধা অমৃতের গাছ
তাহা দেখি হনুমানের উপজিল হাস।
পক্ষী খাইতে না পায় রাক্ষস সব রাখে
ফিরেং হনুমান অমৃত বন দেখে।
নেওল পুমান হইয়া গাছের ডালে আছে
হনুমানে দেখি পক্ষী নাহি রহে গাছে।
ফল রাখে হনুমান ডালেং পড়ি
দেখিয়া রাক্ষস সব হাসে গড়াগড়ি।
রাক্ষসেরা বলে এ বানর নাহি মারি
ফল রাখিবে বানর নিদ্রায় আগুসারি।
গাছের তলায় নিদ্রা যায় যত রাক্ষসগন
ফল সব খায় বীর পবননন্দন।
ফল ফুল খায় বীর ছিঁড়ে গাছের পাতা
গাছ উপাড়িয়া করে পঞ্চ অবস্থা।

ডাল ভাঙ্গে হনুমান শুনিতে মড়মড়ি
ত্রাস পাইয়া রাক্ষস সব ওঠে দড়বড়ি।
নিদ্রা হইতে ওঠিয়া রাক্ষস চারিদিগে চায়
অমৃতের বন দেখে কিছু নাহি তায়।
ঝাটাঝকড়া শেল মুসল মুদ্গর
নানা অস্ত্র ফেলে তারা বানর ওপর।
নানা অস্ত্র রাক্ষসেরা ফেলে অতি কোপে
লাফে২ হনুমান সব অস্ত্র লোফে।
কুপিলেন হনুমান পবননন্দন
রাক্ষসের ওপর করে গাছ বরিষণ।
গাছ লইয়া হনুমান যায় তাড়াতাড়ি
গাছের বাড়িতে মারে দশ বিশ কুড়ি।
হনুমান যুঝে যেন ময়মত্ত হাতি
কারে মারে চড় চাপড় কারে মারে লাথি।
দশ বিশ চেড়ী ধরিয়া মারিছে আছাড়
মাথার খুলি ভাঙ্গি তার চূর্ণ করে হাড়।
প্রাণ লইয়া কত চেড়ী পলাইল ত্রাসে
সীতার ঠাঁই বার্ত্তা পুছে ঘন বহে শ্বাসে।

চেড়ী সব কহে সীতা সত্য কহ বানী
হনুমানের সনে কি কহিলে কাহিনী।
সীতা বলেন কোন রাক্ষস কোন মায়া ধরে
আগু হইয়া পুছহ বার্ত্তা সেই বানরে।
অশোকবন ভাঙ্গিল আর বড়বড় ঘর
ত্রাসে বার্ত্তা কহে গিয়া রাবণ গোচর।
কোথা হইতে আইলে গোসাঞি একটা বানর
অমৃতের বন ভাঙ্গে বড়বড় ঘর।
যে সীতার লাগিয়া গোসাঞি পাতিয়াছ মন
হেন সীতা বানরে করিল সম্ভাসন।
সীতা নাড়ে হাত বানরে নাড়ে মাতা
বুঝিতে নারিনু নর বানরের কথা।
ঝাট বান্ধিয়া আনি করহ বিচার
একদণ্ড হইলে লঙ্কার নাহিক নিস্তার।
কুপিল রাবণ রাজা চেড়ী সভার বোলে
অগ্নিতে ঘৃত দিলে যেন অধিক জ্বলে।
মার২ করিয়া রাবণ চাহে চারিভিতে
চতুর্দ্দিগে রাক্ষস ওঠে ধনুকবান হাতে।

সম্মুখে দেখিল রাজা মুঢ় কিঙ্কর
তারে আজ্ঞা দিল রাজা ধরিতে বানর।
চলিল কিঙ্কর মুঢ় জয়ের দোশর
তরাতরি গেল হনুমানে গোচর।
ধাইয়া রাক্ষস আইসে দেখি হনুমান
প্রাচীরে বসিল বীর পর্ব্বতপ্রমাণ।
ঝাটিঝকড়া শেল মুষল ফেলে কোপে
লাফেলাফে হনুমান সব অস্ত্রলোফে।
দ্বারের থাম উপাড়ে বীর পর্ব্বতের সার
থামের বাড়িতে বীর করে মাহামার।
আথালিপাথালি মারে দুহাতিয়া বাড়ি
পড়িল কিঙ্কর মুঢ় যায় গড়াগড়ি।
মুঢ় কিঙ্কর মারিয়া পাঠাইল যমঘর
বাছিয়া উপাড়ে গাছ চাঁপা নাগেশ্বর।
যত দূর সীতা দেবী তাহা মাত্র রাখে
আর যাহা পায় তাহা যত পায় সম্মুখে।
দশ বিশ রাক্ষস ধরিয়া মারিছে আছাড়
মাথার খুলি ভাঙ্গি কার চূর্ণ করে হাড়।

সাগরের কূলে যত যরমান বালি
তাহার ওপর মুখ ঘষে ইঙ্গিয়াং চুলি।
প্রাণ লইয়া কোন জন পলায় তরাসে
রাবণেরে বার্ত্তা কহে ঘন বহে শ্বাসে।
যত কিছু দেখিলাম কহিতে করি ডর
মূঢ় কিঙ্কর পড়িল বার্ত্তা শুন লঙ্কেশ্বর।
লঙ্কা মজাইল তোমার একটা বানর
রণ সহিতে নারি গোসাঞি করিলে জর্জ্জর।
মহাযোদ্ধাপতি তার নাম জাম্বুমালি
প্রহস্ত সেনাপতির বেটা বলে মহাবলী।
রাবণ রাজা করে তার অনেক সন্মান
আপন কটকে বান্ধি আন হনুমান।
রাজআজ্ঞা পাইয়া বীর সাজান রথে চড়ে
হস্তি ঘোড়া ঠাট কটক লড়ে ঘড়েং।
বসিয়াছে হনুমান প্রাচীর ওপর
কটক লইয়া গেল বীর তাহার গোচর।
প্রথমেতে হইল দুই জনে গালাগালি
বাণ বরিষণ করে দহে মহাবলী।

তিরাশি লক্ষ বান মারে হনুমানের বুকে
মুখে রক্ত ওঠে বীরের ঝলকে২।
বানের ওপর বান মারে চোকোচোকশর
হনুমানে বিন্ধিয়া করিল জর্জ্জর।
কুপিল বীর হনুমান পবননন্দন
সালগাছ ওপাড়িয়া আনে ততক্ষন।
বাহু বলে গাছ এড়ে বীর হনুমান
জাম্বুমালির বানে গাছ হইল খান২।
সালগাছ ব্যর্থ গেল হনুমান চিন্তিত
পর্ব্বতের চুড়া বীর আনে আচম্বিত।
বাহু বলে এড়ে বীর পর্ব্বতের চুড়া
জাম্বুমালির বানেতে পর্ব্বত হইল গুঁড়া।
জিনিতে না পারে বীর হইল চিন্তিত
তার ঘরের মুষল পাইল আচম্বিত।
দুই হাতে মুষল বীর তুলিল সত্বরে
দোহাতিয়া বাড়ি মারে রথের ওপরে।
বাড়ি খাইয়া জাম্বুমালি গেল জমঘর
যুদ্ধ জিনি বৈসে বীর প্রাচীর ওপর।

ভগ্নপাইক কহে গিয়া রাবন গোচর
জাম্বুমালি পড়ে বার্ত্তা শুনে লঙ্কেশ্বর।
চত্রিশ কোটি রাক্ষসে প্রধান সেনাপতি
সভার ভরে রাবন রাজা দিলেক আরতি।
শুনি সত্য বিড়ালাক্ষ শার্দ্দুল প্রধান
ধুম্রলোচন ভাষ্কর্ন রনে আগুয়ান।
নানা অস্ত্র হাতে করি ধায় রড়ারড়ি
হনুমানে মারিতে সভার হুড়াহুড়ি।
নানা অস্ত্র সাত বীর এড়ে খরসান
সভে বলে আমিত মারিব হনুমান।
সাত বীর ধাইয়া আইসে হনুমান দেখে
নেঙ্গলপ্রমান হইয়া বীর প্রাচীরেতে থাকে।
সন্ধান পুরি সাত বীর প্রাচীর পানে চায়
লুকাইয়া রহিল বীর দেখিতে না পায়।
প্রান লইয়া পালাইল আয়াসভার ডরে
কি বলিয়া ভাণ্ডাইব রাজা লঙ্কেশ্বরে।
ঘরে যাইতে সাত বীর করে হুড়াহুড়ি
টান দিয়া আনে বীর বড় ঘরের কাঁড়ি।

নেওটিয়া ধরে যাইতে সাত জনার মন
পাছু খেদাড়িয়া যায় পবননন্দন।
কাঁড়ি তুলি মারে বীর রথের ওপর
কাঁড়ির বাড়িতে সাত বীর পাঠায় জমঘর।
যুদ্ধ জিনি বৈসে বীর প্রাচীর ওপর
ভগ্নপাইক কহে গিয়া রাজার গোচর।
যুদ্ধ জিনিলেক রাজা একটা বানর
সাত বীর পড়িল বার্ত্তা শুনে লঙ্কেশ্বর।
অক্ষ নামে রাজার বেটা করে বীর দাপ
বানর বন্দি করিতে তারে আজ্ঞা দিল বাপ।
অক্ষ কুমার ইন্দ্রজিত দুই সহোদর
ইন্দ্রজিতার সমান সেই যুদ্ধে ধনুর্দ্ধর।
রাজপ্রসাদ দিল তারে নানা অলঙ্কার
বিলাইতে দিল তারে চারিটা ভাণ্ডার।
বাপ প্রদক্ষিণ করিয়া রথের ওপর চড়ে
হস্তি ঘোড়া ঠাট কটক চলিল ঘড়েঘড়ে।

কটকের পদভরে কাপিছে মেদিনী
অক্ষ কুমারের ঠাট পাঁচ অক্ষোহিনী।
হনুমান বসিয়াছে প্রাচীর ওপর
কহিল অক্ষ কুমার দেখিল বানর।
অক্ষয় কুমার নাম মোর রাবণনন্দন
মোর হাতে পড়িলে আজি বধিব জীবন।
কোটিকোটি বানে আজি পুরিনু সন্ধান
কেমতে রাখিবে বান দেখি হনুমান।
সন্ধান পুরিয়া বান ধনুঃকেতে যোড়ে
বান ব্যর্থ করিবারে চিন্তিত অন্তরে।
লাফ দিয়া পড়ে বীর গগন মণ্ডলে
যত বান এড়ে সব যায় পায়ের তলে।
কোপে বান ফেলে তার মাতার ওপর
বান ফুটি হনুমান হইল জর্জ্জর।
হনু বলে রাজার বেটা দেখিতে ছাওয়াল
বানগুলা এড়ে যেন অগ্নির ওথাল।
লাফ দিয়া হনুমান তার রথে পড়ে
রথখান গুড়া হইল বজ্রচাপড়ে।

রথের সারথি ঘোড়া হইল চুরমার
অন্তরীক্ষে পলাইল অক্ষ কুমার।
মাতার ওপর রাক্ষস পলায় হনুমান দেখে
লাফ দিয়া পায়ে ধরে ছিলে যেন লোফে।
দুই পা ধরিয়া বীর মারিল আছাড়
মাতার খুলি ভাঙ্গে তার চূর্ণ হইল হাড়।
যুদ্ধ জিনি বৈসে বীর প্রাচীর ওপর
অক্ষ কুমার পড়িল বার্ত্তা শুন লঙ্কেশ্বর।
অক্ষ কুমার পড়িল যদি রাবন চিন্তিত
জুঝিবারে আনিল কুমার ইন্দ্রজিত।
বড়বড় বীর পাঠাই যাহা করি মন
খাখড়িয়া নাহি আইসে বানর মদন।
অনেক সেনাপতি পড়ে অক্ষ কুমার
তুমি থাকিতে আমি যাব নহে ব্যবহার।
বাপের কথা শুনি বীর ইন্দ্রজিত হাসে
বানরে করিব বন্দি চক্ষুর নিমিষে।
বাপের দুলাল বেটা কুমার মেঘনাদ
যুদ্ধ জিনিয়া আইসে লহ রাজপ্রসাদ।

অঙ্গুলে অঙ্গুরি দিল বাহুতে কঙ্কন
সর্ব্বাঙ্গে পরিল বীর রাজআভরনে।
সোনার নবগুন পরে সোনার পরে পাটা
পুর্নিমার চন্দ্র যেন কপালের ফোটা।
এক হাতে ধরিয়াছে সর্ব্বাঙ্গে দাপুনী
আর হাতে সারথিরে ডাকিছে আপনি।
সারথি আনিল রথ সংগ্রামে গহন
সংগ্রামের রথখান করিছে সাজন।
কনকে রচিত রথ বিচিত্র নির্ম্মান
পবন বেগে অষ্ঠ ঘোড়া রথের যোগান।
পবর্ব্বতীয়া ঘোড়ার মুখে সোনার হিয়ুখী
শত অক্ষোহিনী ঠাট জুকার বানুঃকী।
বিংশতি কোটি হস্তি অর্ব্বুদ কোটি ঘোড়া
তের অক্ষোহিনী চলে কাটি শেল বাকড়া।
কটকের পদভরে কাঁপিছে মেদিনী
ইন্দ্রজিতার বাদ্য বাজে পাঁচ অক্ষোহিনী।
এত কটকে সাজি বীর চলিল সত্বর
পাছে হইতে ডাক দিয়া বলে লঙ্কেশ্বর।

বালি সুগ্রীব দুই জন শুনিয়াছ কাহিনী
তার পাত্র হনুমান সর্ব্ব লোকে জানি।
সেই বা আসিয়া থাকে বীর অবতার
বানর জ্ঞান না করিহ বুঝিহ অপার।
বাপের কথা শুনি বীর ইন্দ্রজিত হাসে
বানর বন্দি করিব আজি চক্ষুর নিমিষে।
বসিয়াছে হনুমান প্রাচীর ওপর
কটক লইয়া ইন্দ্রজিত গেলেন সত্বর।
বানরে দেখিয়া বীর জ্বলিয়া গেল কোপে
গালাগালি পাড়ে বীর মনের পরিতাপে।
পাতা লতা খাইস বেটা পরিহীন কাছুটি
মরিবারে লঙ্কায় আসিয়া করিস ছটফটি।
সুগ্রীবের কাল গেল বেড়াইয়া বনে ডালে
মরিবারে কিকারনে লঙ্কার ভিতর আইলে।
রাক্ষসের গালি শুনি হনুমান হাসে
গালাগালি পাড়ে বীর মনে যত আইসে।

ফলফুল খাই মোরা মুনির ব্যবহার
আপনর বাখান আপনি অনাচার।
আপনার অনাচার বাখান আপনি
তোর বাপের অনাচার ত্রিভুবনে জানি।
দশ হাজার স্ত্রী আছে তোর বাপের ঘরে
এত স্ত্রী থাকিতে তবু পরদার করে।
সতী স্ত্রী হরিয়া আনে তপের তপস্বিনী
শাঁপ গালি পাড়ে তবু না ছাড়ে ব্রাহ্মণী।
স্ত্রী নাগিয়া পুরুষ মরে বিনি অপরাধে
ব্রাহ্মণী হরিয়া আনে শৃঙ্গারের সাধে।
কত২ মুনি মারিয়া কৈল কত পাপ
অন্ত নাহি যত পাপ কৈল তোর বাপ।
ত্রিভুবন যুড়িয়া তোর বাপের বিসম্বাদ
কতকাল ভাল থাকিবে পড়িল প্রমাদ।
সর্ব্বকাল না ফলে বৃক্ষ সময় পাইলে ফলে
তোর বাপের ব্রহ্মশাপ ফলিল এত কালে।
এত যদি দুই জনে হইল গালাগালি
দুই জনে যুদ্ধ করে দুহে মহাবলী।

নানা অস্ত্র ইন্দ্রজিত করে বরিষণ
সব অস্ত্র লোমে বীরে পবননন্দন।
হনুমান বলে বেটা তোর রণ চুরি
দেখ দেখি আজি তোরে পাঠাইব যমপুরী।
কারে কেহ জিনিতে নারে দুই জন সোসর
দুই জনে করে যুদ্ধ দুই প্রহর।
ইন্দ্রজিত বলে আমি ব্রহ্মঅস্ত্র জানি
ব্রহ্মঅস্ত্র ছাড়িয়া বানর বান্ধিয়া আনি।
রণেতে পণ্ডিত বীর জানে নানা সন্ধি
এড়িলেক ব্রহ্মঅস্ত্র বানর হইল বন্দি।
প্রাচীর হইতে বীর পড়িল ভূমিতলে
হনু বলে ব্রহ্মঅস্ত্র ছিড়িতে পারি বলে।
ব্রহ্মঅস্ত্র ছিণ্ডিবারে না আইসে যুকতি
রাবনেরে গালি দিব যত অনুচিত।
এতেক চিন্তিয়া বীর বন্ধন নাহি ছিণ্ডে
রাক্ষসে টানিয়া বান্ধে হাতে গলায় মুণ্ডে।
কেহ হাতে পায়ে বান্ধে কেহ বান্ধে গলে
গলা টানি বান্ধে কেহ লোহার সিকলে।

রাক্ষসেরে আজ্ঞা দিল কুমার ইন্দ্রজিত
বাণের আগে বানর বন্দি লহত ত্বরিত।
এত বলি ইন্দ্রজিত গেল আগুয়ান
বড়বড় রাক্ষস গিয়া বেড়ে হনুমান।
ক্রোধে তোল পাড় করে হনুমানের চিত
সত্তুরি যোজন বানর হইল আচম্বিত।
সাত লক্ষ রাক্ষস ধরি টানাটানি পাড়ে
সত্তুরি যোজন তার তিলেক নাহি লড়ে।
হনুমানে নাড়িতে নারে রাক্ষসের তরাস
রাক্ষসের ভয় দেখি হনুমানের হাস।
হনুমান বলে রাক্ষস বুঝি নাহি তোমা
রাজসম্ভাসনে যাব কান্ধে কর আমা।
বড়বড় সাঙ্গি দিয়া হনুমানে বান্ধে
দুই লক্ষ রাক্ষসে হনুমানে করে কান্ধে।
রাক্ষসের কান্ধে বীর মনেমনে হাসে
পঙ্গু হইল বীর লইয়া যায় রাক্ষসে।
যেই ভিতে হনুমান খানিক দেয় ভর
ত্রাহি বলিয়া রাক্ষস উঠিয়া দেয় রড়।